দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র

কাশীরাম দাস

ধৃতরাষ্ট্র বলে, পুত্র হিংসা বড় পাপ ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ।।
অহিংসক পান্ডবের না করিবে হিংসা ।
শান্ত হৈয়া থাক পুত্র, পাইবে প্রশংসা ।।
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন ।
কহ পুত্র, নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ।।
আমারে গৌরব করে সব নৃপবর ।
ততোধিক রত্ন দিবে তোমারে বিস্তর ।।
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার ।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ।।
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন ।
স্বধর্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ।।
স্বকর্মে উদ্‌যোগ করে পর-উপকারী ।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ।।
পর নহে নিজ ভাই পান্ডুর নন্দন ।
দ্বেষভাব তারে না করিহ কদাচন ।।

জেনে রাখো ঃ

নৃপবর	—	মশাই রাজা	**বিস্তর**	—	অনেক
অসৎ	—	মন্দ	**নন্দন**	—	পুত্র
মার্গ	—	পথ	**দুষিবে**	—	দোষী বলবে
সদাকাল	—	সর্বদা	**কদাচন**	—	কখনো

কবি পরিচয় ঃ

কাশীরাম দাসে র সঠিক জন্ম তারিখ জানা নেই তবে পন্ডিতগণের অনুমান তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দির মধ্য ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রাম । পিতার নাম কমলাকান্ত । অনুমান করা হয় কাশীরাম দাসের মহাভারত ষোড়শ শতকের শেষের দিকে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়েছিল । কেউ কেউ বলেছেন যে কাশীরাম মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করেন । অনেকে এ কথা মানেন না । সংস্কৃত মহাভারতের মতো বিশালকায় গ্রন্থকে প্রাদেশিক ভাষায় নতুন রূপ দিয়ে কোন চির স্মরণীয় স্থান দখল করেছেন । তাঁর নামে সত্যনারায়ণের পুঁথি, স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব, ও নলোপাখ্যান গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় । তিনি পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন বলে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন ।

কাব্য পরিচয় ঃ

এই কবিতায় ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্র দুর্যোধনকে উপদেশের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন যে পরের প্রতি হিংসা করলে নিজের দুঃখ হয় । পান্ডবেরা নির্দোষ ওদের প্রতি হিংসা করা উচিত নয়। পান্ডবদের প্রতি হিংসা করলে এই জগতে কেউ কৌরবদের প্রশংসা করবে না । যদি নিজের বংশের গৌরব কীর্তি চাও তবে পরের দ্রব্যাদির প্রতি লোভ ত্যাগ করতে হবে নইলে সংসারের লোকেরা কৌরবদের নিন্দা করবে। পান্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের ছোট ভাইয়ের সন্তান, ওরা পর নয়। সুতরাং দুযোধনকে নিজ কর্মে লিপ্ত হতে বলেছেন। পান্ডবদের প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ করতে বলেছেন ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **কাশীরাম দাস লিখিত কবিতাটির নাম ..... ।**

(দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র, বিভীষণ ও রাবণ)

2. **'দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র' কবিতাটি ..... লিখেছেন ।**

(কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. কার মনে বড়ো তাপ ?
6. কী করলে দুর্যোধন প্রশংসা পেতে পারে ?
7. অসৎ পথে যাওয়ার কী পরিণাম হতে পারে ?
8. দুর্যোধন কাদের প্রতি ঈর্ষা করত ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

9. ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কেন উপদেশ দিয়েছিলেন ?
10. একজন স্বধর্মে ও স্বকর্মে থাকলে তার কিরূপ উপকার হবে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

11. কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লেখো ।
12. ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনকে কী - কী উপদেশ দিয়েছিলেন ? উপদেশগুলি লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো

প্রশংসা — ধর্ম —

শান্ত — নিজ —

হিংসা — ঈর্ষা —

2. পদ পরিবর্তন করো ঃ

তাপ — অসৎ —

সংসার — হিংসক —

দুঃখ — বিচার —

3. বহুবচন লেখো

নৃপ — বই —

ছাত্র — রাজা —

4. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

যথোচিত — পরোপকারী —

উদ্‌যোগ — ততোধিক —